ছয়

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে শাহজাহানের রাজত্বকাল (১৬২৭-১৬৫৮) নিঃসন্দেহে ছিল সুবর্ণযুগ। শাহজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস লিখেছেন মহম্মদ আমিন কাজবিনি, জালালুদ্দিন তাবাতাবাঈ, আবদুল হামিদ লাহোরি, মহম্মদ ওয়ারিস, ইনায়েত খান ও মহম্মদ সালে কম্বু। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটে যায়। অভিজ্ঞ আমলারা ইতিহাস লিখতে শুরু করেছিলেন (with the recording of events by experienced officials and courtiers, practised clerks, and secretaries, a change came over history.)। এসব ইতিহাসে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় তবে চরিত্র ও ঘটনার মূল্যায়ন আধুনিক ঐতিহাসিককে নতুন করে করতে হয় (these works supplied generally trust-worthy information of events of a king's

---

৩. এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য দেখুন হরবন্‌স মুখিয়া, *হিস্টোরিয়ানস এন্ড হিস্টোরিওগ্রাফি ডিউরিং দ্য রেন অব আকবর*, পৃ. ১৩২-১৫৩।

Scanned with CamScanner

reign, from which we can form our own judgement of characters and political forces.)। তবে অস্বীকার করা যায় না এসব সরকারি ইতিহাসে রাজসভার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে (the presentation of history inevitably tended to reflect the bias of the court, social, political and religious.)। বহুমাত্রিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির চলন হয়েছিল। সুলতানি যুগে ইতিহাসকে দেখা হত ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ হিসেবে, কোরান ও হাদিসের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। মোগল যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বহু আকর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা পদ্ধতির চলন হয়েছে (By discarding the former theological conception, history now inevitably tended to concentrate increasingly on the activities of the king and court. History came to be secularised. Historians now pleaded for the moral value of its study in place of the earlier theological justification.)। ইতিহাসের ভাষা ও ভঙ্গি পালটে গেছে, ঐতিহাসিকরা বলছেন ইতিহাস নৈতিকতা শিক্ষা দেয়।

সুলতানি যুগে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে পরিবর্তনের কারণ বলে গণ্য করা হত। মোগল যুগে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণ দিয়ে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়েছে (The most significant change was the secularisation of history in the Mughal age.)। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়ার জন্য শিক্ষামূলক ও নীতিমূলক দিকটি দুর্বল হয়ে পড়েছে (the didactic element in history diminishes in the Mughal period.)। ঐতিহাসিক ঘটনার পরম্পরার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন, তার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছেন, ইতিহাসের মাধ্যমে নীতিশিক্ষাদানের চেষ্টা করেননি। মোগল যুগে অনেক দরবারি ইতিহাস লেখা হয়েছে, আকবর ও শাহজাহান এব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। পণ্ডিতদের অনুমান পারস্যের প্রভাবে মোগল সম্রাটরা ইতিহাস রচনার দিকে আকৃষ্ট হন। আওরঙ্গজেব পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত গতিতে চলেছিল, পরে তিনি দরবারি ঐতিহাসিক দিয়ে ইতিহাস রচনার কাজ বন্ধ করে দেন। বিদগ্ধ ঐতিহাসিকদের দিয়ে ইতিহাস লেখানোর ফলে ইতিহাসের অবয়ব, বিষয়বস্তু ও ইতিহাসচিন্তায় পরিবর্তন এসেছিল (a change came over history in form, content and spirit.)। দরবারি ঐতিহাসিকরা বহু ধরনের উপাদান পেয়েছিলেন, প্রদেশগুলির রেকর্ড ওয়াকাই ছিল, দরবারের বুলেটিন আখবরাত-ই-দরবারই মুয়াল্লা ছিল। ঐতিহাসিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে উপাদানের বিকৃতি ঘটাননি তবে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে গেছেন। এজন্য দরবারি ইতিহাসের মধ্যে এযুগের ঐতিহাসিক বহু উপাদান খুঁজে পান। আবুল ফজল বা আবদুল হামিদ লাহোরি স্বাধীনভাবে, নিরপেক্ষ হয়ে ইতিহাস লিখেছেন একথা বলা যাবে না। সম্রাট ও মন্ত্রীদের নির্ভীকভাবে

সমালোচনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না (Naturally the official historians like Abul Fazl, Abdul Hamid Lahori, Muhammad Kazim and Muhammad Saqi Mustaid Khan could not afford to be independent in their attitude or critical of the actions of the rulers or ministers. They wisely refrained from detailing the career of Humayun in Persia and Afghanistan because of the humiliating treatment accorded to him by Shah Tahmasp. Hence they deemed it politic to slur over the temporary eclipse of their royal house.)। পারস্য ও আফগানিস্তানে হুমায়ুনের বিড়ম্বনার কথা তাঁরা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

আবুল ফজল ও আবদুল হামিদ লাহোরি যে ধরনের দরবারি ইতিহাস লিখেছেন তার আরও অনেক ত্রুটি ছিল। এইসব দরবারি ইতিহাসে আছে সম্রাট সম্পর্কে অতিরঞ্জন ও চাটুকারিতা (nauseating flattery) এবং অলংকারবহুল গুরুগম্ভীর ভাষা। স্যার যদুনাথ জানিয়েছেন যে দরবারি ঐতিহাসিকদের আড়ম্বরপূর্ণ ভাবা ছিল সেযুগের প্রচলিত শৈলী, এতে তাদের চাটুকারিতা প্রমাণিত হয় না (this flattery was more a defect of manner than one of fact.)। দরবারি ইতিহাসে ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয়নি (in these official histories no fact has been really falsified.)। আবুল ফজল সব কৃতিত্ব দিয়েছেন সম্রাটকে। রাজস্ব সংস্কার বর্ণনাকালে তিনি একবারও টোডরমলের নাম উচ্চারণ করেননি, বলেছেন সম্রাট হলেন আইন-ই-দহশালার আবিষ্কারক। লাহোরি খুররমের বিদ্রোহের জন্য নূরজাহানের সমালোচনা করেছেন, তাকে দায়ী করেছেন। এধরনের ত্রুটি দরবারি ইতিহাসে অবশ্যই ছিল।

শাহজাহানের রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস হল *পাদশানামা*, শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হলেন আবদুল হামিদ লাহোরি। শাহজাহান আকবরের মতো দরবারি ঐতিহাসিক দিয়ে ইতিহাস লেখানোর পরিকল্পনা করেন। প্রথমে তিনি ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দেন মহম্মদ আমিন কাজবিনিকে। কাজবিনি শাহজাহানের প্রথমজীবন এবং রাজত্বের দশ বছরের ইতিহাস লেখেন (১৬২৭-১৬৩৬)। পরে তিনি জালালুদ্দিন তাবাতাবাঈকে এই কাজের ভার দেন। কিন্তু এরা আবুল ফজলের মতো বিদ্বান ও লেখক ছিলেন না, এদের লেখা সম্রাটের পছন্দ হয়নি। এরপর তিনি বৃদ্ধ, পণ্ডিত আবদুল হামিদ লাহোরিকে তাঁর ইতিহাস লিখতে বলেন। আবদুল হামিদ সেসময় পাটনায় অবসর জীবনযাপন করছিলেন। আবদুল হামিদ ছিলেন সেযুগের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। এ. এল. শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন যে লাহোরি ছিলেন আবুল ফজলের মতো খ্যাতনামা ব্যক্তি (His reputation as a writer was next only to that of Abul Fazl.)।

Scanned with CamScanner

লাহোরি দুখণ্ডে শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস লিখেছিলেন (১৬২৭-১৬৪৭)। এই ইতিহাস হল শাহজাহানের রাজত্বকালের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শাহজাহানের রাজত্বকালের সব খুঁটিনাটির কথা জানিয়েছেন। আবুল ফজলের ইতিহাসকে মডেল হিসেবে গণ্য করে এই পরিণত, বিদ্বান ও অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক শাহজাহানের ইতিহাস লিখেছেন (the final official history of the reign.)।

শাহজাদা খুররমের ইতিহাস লাহোরি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যুবরাজ নানাকারণে পিতা জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, এজন্য নূরজাহানের চক্রান্তকে তিনি দায়ী করেছেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের সব নথিপত্র তিনি দেখেছিলেন, দরবারে সংগৃহীত সব উপাদান সযত্নে পরীক্ষা করে তিনি ইতিহাস লিখেছিলেন। তিনি যত্ন করে সব সামরিক অভিযানের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। শাহজাহান কাদের পেনশন মঞ্জুর করেছেন, মনসব দিয়েছেন, নতুন পদে নিয়োগ করেছেন, জন্মদিন ও সিংহাসন আরোহণের দিন কীসব উৎসব হয়েছে সব বর্ণনা আছে লাহোরির *পাদশানামায়* (It enters into the most minute details of all the transactions in which the Emperor was engaged, the pensions and dignities conferred upon the various members of the royal family, the titles granted to the nobles, their changes of office, the augmentation of their mansabs and it gives lists of all the various presents given and received on public occasions, such as the vernal equinox, the royal birthday, the royal accession etc.)। এই ইতিহাসে অনেককিছু আছে যাতে সাধারণ মানুষের আগ্রহ থাকার কথা নয়, দরবার ও অভিজাতদের কথা এতে প্রাধান্য পেয়েছে। এসব সত্ত্বেও লাহোরির *পাদশানামা* একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ কারণ এর বর্ণনা ও পদ্ধতি হল ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক অনেক তথ্য আছে এর অন্তঃস্থলে (The work contains a great amount of matter of no interest to any one but the nobles and courtiers of the time. But it would not be fair to say that it is filled with these trifles ; there is far too much of them ; still there is a solid substratum of historical matter from which the history of the reign has been drawn by later writers.)।

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা লাহোরির ইতিহাস পড়ে শাহজাহানের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিখেছেন। লাহোরি অসুস্থ হয়ে পড়লে (১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়) শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দশ বছরের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁর সহকারী ও ছাত্র মহম্মদ ওয়ারিসকে (Waris)। তিনি শাহজাহানের শেষ দশ বছরের

ইতিহাস লিখেছেন। ইনায়েত খান তাঁর *শাহজাহাননামায়* এবং মহম্মদ সালে কম্বু তাঁর *অমল-ই-সালি* গ্রন্থে শাহজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস সম্পূর্ণ করেছেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। কম্বু তাঁর গ্রন্থের শেষদিকে শাহজাহানের রাজসভার অভিজাত, বিদ্বান, সন্ত, দার্শনিক, কবি ও সাহিত্যিকদের বর্ণনা রেখেছেন।

সাত

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ফ্রান্সের দক্ষিণে আঁজু প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন (১৬২০-১৬৮৮), পিতা ছিলেন কৃষক। তিনি সপ্তদশ শতকের যুক্তিবাদী দার্শনিক গ্যাসেন্ডির ছাত্র ছিলেন। বার্নিয়েরের ভ্রমণের নেশা ছিল, ডাক্তারি পাশ করার পর তিনি প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কায়রোয় যান, সেখান থেকে লোহিত সাগরের বন্দর মোখা হয়ে তিনি সুরাটে এসেছিলেন। সুরাট থেকে তিনি আগ্রা ও দিল্লিতে পৌঁছেছিলেন। পথে দস্যুরা তাঁর টাকাকড়ি লুঠ করে নিয়েছিল, সেযুগে প্রাচ্যের জল ও স্থলপথ কোনোটাই নিরাপদ ছিল না। বার্নিয়ের সম্রাটের চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হলে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বার্নিয়ের এই যুদ্ধ দেখেছিলেন, সামুগড় ও ধার্মাতের যুদ্ধের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। বার্নিয়েরের বর্ণনা থেকে আওরঙ্গজেবের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কূটকৌশলের পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সঙ্গে বার্নিয়েরের বর্ণনা মিলে যায়। বার্নিয়ের দশবছর ভারতে ছিলেন (১৬৫৮-১৬৬৮)। মোগল অভিজাত দানিসমন্দ খানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন। এই মোগল অভিজাতর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তিনি মোগল ওমরাহকে শুনিয়েছিলেন। গৃহযুদ্ধে জয়ী হওয়ার অব্যবহিত পরে আওরঙ্গজেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি লাহোর ও কাশ্মীরে গিয়েছিলেন, বার্নিয়ের সম্রাটের সঙ্গী হন। বার্নিয়ের দিল্লি থেকে লাহোর এবং লাহোর থেকে কাশ্মীরে যাত্রাপথের বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। দেশে ফিরে বার্নিয়ের তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত *ভয়েজেস* লিখেছিলেন, ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

দশ বছর ভারতে অবস্থানকালে বার্নিয়ের অনেককিছুই দেখেছিলেন, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি শুধু লাহোর ও কাশ্মীর নয়, গোলকুণ্ডায় গিয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বার্নিয়েরের লেখায় উত্তরভারতের কথা বেশি আছে। মোগলদের রাষ্ট্রকাঠামো, শাসনতন্ত্র, হিন্দুধর্ম ও দর্শন, ভারতের কৃষি উৎপাদন, শিল্প পণ্য, অভিজাত ও দরিদ্র মানুষদের কথা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

বার্নিয়ের ইউরোপীয় দৃষ্টিতে ভারতকে দেখেছেন, ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁর লেখার সর্বত্র সাধারণ মানুষের দুর্দশার চিত্র ছড়িয়ে আছে। অভিজাতরা মজুর ও কারিগর শ্রেণির মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। অভিজাতদের দরজায় 'কোড়া' (এক ধরনের চাবুক) ঝোলানো থাকত যা দিয়ে দরিদ্র মানুষদের দৈহিক শাস্তি দেওয়া হত। সেযুগের কয়েকজন বিশিষ্ট রাজপুরুষের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আওরঙ্গজেব, পিতা শাহজাহান, তিন ভ্রাতা দারা, সুজা, মুরাদ এবং শাহজাহানের দুই কন্যা জাহানারা এবং রোশেনারা বেগমের কথা তিনি কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। আওরঙ্গজেবের সময়কার বিশিষ্ট রাজপুরুষ মীরজুমলা ও মাতুল শায়েস্তা খানের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে মীরজুমলা কুচবিহার ও আসাম জয় করেন। শায়েস্তা খান বাংলার গভর্নর থাকাকালীন আরাকান আক্রমণ করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন, জলদস্যুদের দমন করেন।

ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে মন্ত্রী কোলবার্ট ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন। বার্নিয়ের কোলবার্টকে চিঠি লিখে ভারতের অবস্থার কথা জানিয়েছিলেন। এদেশের উৎপন্ন পণ্য, মানুষজন, আবহাওয়া, সামাজিক অবস্থার কথা তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। বার্নিয়ের কোলবার্টকে মোগলদের শাসনতন্ত্রের কথা সবিস্তারে জানিয়েছিলেন এবং কীভাবে বাণিজ্যের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায় তারও পরামর্শ দিয়েছিলেন। দরবারের কোনো ওমরাহকে ধরলে সুবিধা হবে তাও জানিয়েছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের দরবার দেখেছিলেন, দরবারের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার সঙ্গে ইবন বতুতার বর্ণনা অনেকখানি মিলে যায়। বিদেশিদের সাধারণত মোগল হারেমে ঢুকতে দেওয়া হত না, বার্নিয়ের ডাক্তার ছিলেন বলে হারেমে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলেন। বার্নিয়ের মোগল হারেমের বর্ণনা দিয়েছেন।

বার্নিয়ের জানিয়েছেন যে মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল, উত্তরে গজনি থেকে দক্ষিণে গোলকুণ্ডা পর্যন্ত যেতে সময় লাগে তিন মাস। এই বিশাল দেশের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল উর্বর। ফরাসিদের বাংলা সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, ফ্রান্সের লোকেরা জেনেছিল বাংলা খুব উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল। বার্নিয়ের বাংলায় যাননি, কিন্তু বাংলায় কাজ করেছেন এমন লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। বার্নিয়ের বাংলার সমৃদ্ধির কথা লিখেছেন। প্রচুর খাদ্যশস্য বাংলায় উৎপন্ন হয়, বাণিজ্যের অসংখ্য পণ্য যেমন সুতিবস্ত্র, রেশম, নীল, চিনি ইত্যাদি পাওয়া যায়। বার্নিয়ের জানিয়েছেন যে ভারতের কারিগররা অলস হলেও বহু ধরনের শিল্প পণ্য উৎপাদন করে, তাদের হাতের কাজ বেশ উন্নতমানের। এখানে নানাধরনের সুতিবস্ত্র, রেশম, কার্পেট, ব্রকেড এবং সোনা-রুপোর কাজ করা বস্ত্র উৎপন্ন হয়। বাদশাহের কারখানায় সুতিবস্ত্র, পশমি ও রেশমি বস্ত্র, কার্পেট ও নানা শৌখিন দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। ভারতে যে শিল্প পণ্য উৎপন্ন হয় তার একাংশ এদেশের মানুষের পরিভোগে লাগে, বাকিটা বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায়। বার্নিয়ের লিখেছেন যে বিদেশের সঙ্গে ভারতের যে বাণিজ্য চলে তাতে ভারত লাভবান হয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারত প্রচুর সোনা ও রুপো লাভ করে। মোখা, হরমুজ ও বসরার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলে, এখান থেকে সোনা-রুপো ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের জাহাজগুলি পণ্য নিয়ে পেগু, তেনাসেরিম, সিংহল, আকে (সুমাত্রা), মালদ্বীপ, মোজাম্বিক ও অন্যান্য জায়গায় যায়। ওলন্দাজরা জাপান থেকে ভারতে সোনা নিয়ে আসে। জাপান থেকে তামা, ইংল্যান্ড থেকে সিসা এবং ফ্রান্স থেকে পশমি কাপড় ও অন্যান্য পণ্য ভারতে আমদানি করা হয়। উজবেকিস্তান থেকে স্থলপথে বছরে পঁচিশ হাজার ঘোড়া আমদানি করা হয়। ইথিওপিয়া, আরব, কান্দাহার ও পারস্য থেকেও ঘোড়া আমদানি করা হয়। সমরকন্দ, বোখারা ও পারস্য থেকে ভারত ফল আমদানি করে, আমদানি করা ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তরমুজ, আপেল, আঙুর, আখরোট, পেস্তা ও বাদাম। বাংলার বাজারে কড়ি খুচরো লেন-দেনে ব্যবহার করা হত বলে বার্নিয়ের জানিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের শৌখিনদ্রব্য, সুগন্ধি, হাতির দাঁত, পোর্সেলেনের বাসনপত্র, মণিমুক্তো ইত্যাদি আমদানি তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বার্নিয়ের জানাচ্ছেন যে হিন্দুস্তানে সব জমির মালিক হলেন বাদশাহ্, কিছু বাগান ও বাড়ি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাঁর মতে, দিল্লির বাদশাহ হলেন অঢেল ধনসম্পদের অধিকারী। বার্নিয়ের দেশের মধ্যে মাত্র দুই শ্রেণির লোক দেখেছিলেন— অভিজাত ও দরিদ্র মানুষ। অভিজাতরা বিলাস-ব্যসনে থাকে, দরিদ্র মানুষজনের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। বাকি খাজনার দায়ে শাসকরা কৃষকের ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করে দেয়। অত্যাচার অসহ্য হলে কৃষকরা পালিয়ে গিয়ে শহরে আশ্রয় নেয়। অনেক কৃষক হিন্দু রাজাদের এলাকায় পালিয়ে যায়। বার্নিয়ের এই ধারণা দিয়েছেন যে হিন্দু রাজাদের শাসনাধীন অঞ্চলে কৃষকের ওপর তুলনামূলকভাবে কম অত্যাচার হয়, সেখানে তারা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। বার্নিয়ের উত্তর পশ্চিমের দুর্ধর্ষ পাঠান উপজাতিদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা নামমাত্র মোগল সম্রাটকে মানে, আসলে তারা স্বাধীনভাবে চলে। দক্ষিণের রাজাদের সঙ্গে মোগল সম্রাটের সম্পর্ক ভালো নয়, তিনি মারাঠা রাজা শিবাজি, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিরোধের একটি কারণ হল সম্রাট হলেন সুন্নি মুসলমান, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শাসকরা হলেন শিয়া।

Scanned with CamScanner

বার্নিয়ের বিস্তৃতভাবে মোগল সৈন্যবাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পাঠান, রাজপুত, উজবেগ, ইরানি, তুরানি, আরব প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিল। মনসবদারদের মধ্যে যারা কোষাগার থেকে বেতন পায় তারা হল নগদি, যারা জাগির থেকে বেতন পায় তারা হল বরাতী। তিনি লিখেছেন যে ওমরাহদের সংখ্যা ছিল অনেক, আধুনিক গবেষকরা জানিয়েছেন যে আওরঙ্গজেবের সময় মোগল মনসবদারদের সংখ্যা হল সাড়ে এগারো হাজার। সম্রাটের আয়ও যেমন ব্যয়ও তেমনি। সম্রাট অভিজাতদের প্রচুর উপহার দেন, সৈন্যবাহিনীর জন্য তাঁর প্রচুর ব্যয় হয়। শাহজাহান তাঁর চল্লিশ বছরের রাজত্বকালে (আসলে একত্রিশ, ১৬২৭-১৬৫৮) দু'কোটির বেশি টাকা সঞ্চয় করতে পারেননি। ভারতে সোনা-রুপো বারবার গলানো হয়, এজন্য এসব মূল্যবান ধাতুর অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। বার্নিয়ের জানিয়েছেন যে জায়গিরদাররা কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। ফ্রান্সের মতো এখানে পার্লেমো নেই (Parlemont), কাজি ও বিচারকরা কৃষকদের রক্ষা করতে পারে না। বড়ো শহর বা বন্দর-শহরে তুলনামূলকভাবে অত্যাচার কম হয়। বণিকরা বাণিজ্য করে অর্থসঞ্চয় করে দরিদ্রের মতো থাকে যাতে কেউ হামলা করে অর্থ কেড়ে না নেয়। হিন্দুরা এভাবে তাদের সম্পদ লুকিয়ে রাখে, এজন্য বাজারে মুদ্রার সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। বার্নিয়ের মনে করেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার না থাকার জন্য এশিয়ার দেশগুলির ক্ষতি হচ্ছে। সম্রাট ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য হিন্দুস্তানের শিল্প বেঁচে আছে, এশিয়ার অন্যত্র শিল্প নষ্ট হয়েছে। হিন্দুস্তানে শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা নেই, কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বার্নিয়ের দেখেননি। সম্রাটের চারপাশে রয়েছে মুর্খের দল, এরা নিষ্ঠুর, সাহস, সম্মান বা আনুগত্য কোনোটাই এদের নেই।

সম্রাটের শাসনের ভিত্তি হল সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধ বাধলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বেড়ে যায়। প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ বেচাকেনা হয়, বহু অর্থব্যয় করে বা উপঢৌকন দিয়ে তবেই উচ্চপদ পাওয়া যায়। প্রাদেশিক ওয়াকিয়ানবিশরা সম্রাটকে প্রদেশের সংবাদ সরবরাহ করে। সম্রাট সব ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছেন, এজন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। ভারতের সরাইখানাগুলি উন্নতমানের নয়। নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার খুব দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন করে, কিন্তু সুবিচার পাওয়া যায় না। বিচার ও শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি আছে, গরিবরা বিচার পায় না, মিথ্যা সাক্ষী খুব সস্তায় পাওয়া যায়। বার্নিয়ের মনে করেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার না থাকার জন্য অনেক সামাজিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে। বার্নিয়ের হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন ও আচার-ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাঁর উপলব্ধির মধ্যে গভীরতার অভাব আছে। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে সূর্যগ্রহণের সময় তিনি হিন্দুদের আচার-আচরণ দেখে বিস্মিত হন, সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। হিন্দুরা গঙ্গা ও অন্যান্য নদীতে স্নান উৎসব পালন করে। তিনি চারটি বেদের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারেননি। পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের তিনি বর্ণনা দিয়েছেন, রথের চাকার তলায় পড়ে মৃত্যুকে হিন্দুরা পুণ্যকাজ বলে মনে করে। ব্রাহ্মণরা ধনলোভে অনেক কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়। জগন্নাথদেবের দেবদাসী প্রথার উল্লেখ করে লোভী ব্রাহ্মণদের কুকর্মকে তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। দেবতার মন্দিরে এবং রথের সামনে মেয়েরা বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করে নাচে। হিন্দুদের বর্বর সতীদাহ প্রথার উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন যে শাসকগোষ্ঠী এই প্রথা বন্ধ করেননি, তবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সতীর ঘটনা কমেছে। বার্নিয়ের সতীদাহ প্রথার যে বর্ণনা দিয়েছেন সমকালীন অন্যদের বর্ণনার সঙ্গে তা মিলে যায়। তবে অনেক মহিলা যে গভীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে সতী হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার অনেকে শেষমুহূর্তে ভয় পেত, পিছিয়ে আসতে চাইত তার উল্লেখও তিনি করেছেন। বয়স্ক হিন্দুদের অন্তর্জলি যাত্রার কথাও বার্নিয়েরের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

হিন্দুস্তানের ফকির, দরবেশ, সাধু ও সন্তদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে সকলে সত্যিকারের সাধু ছিলেন না, অনেক ভণ্ড ও প্রতারকও ছিল। কৌমার্য, দারিদ্র্য ও আত্মসমর্পণ হল সন্ত জীবনের মূলকথা। বার্নিয়ের নাগা সন্ন্যাসীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এদের গায়ে কোনো বস্ত্র থাকে না, ছাইভস্ম মেখে থাকে, এদের চুল অস্বাভাবিক লম্বা, দেহ কৃষ্ণবর্ণ, ঘোরালো হাত ও বাঁকা নখ। ভারতীয়রা এদের সম্মান করে, দান করে। অনেক সাধু ও সন্ত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন, অনেকে দৈহিক কসরৎ দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে কিছু অর্থলাভ করেন। অজ্ঞানতা ও যুক্তির অভাব হল এসবের কারণ। ফকিররা কৃচ্ছ্রসাধনা করে পরজন্মে রাজা হওয়ার জন্য। কয়েকজন ফকিরের নাম তিনি শুনেছেন যারা ঈশ্বরের সাধনায় মগ্ন থাকেন, পার্থিব বস্তুতে তাদের কোনো আকর্ষণ নেই। অতীন্দ্রিয়বাদী এইসব সাধু ও দরবেশরা স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক দানিসমন্দ খানের একজন বেতনভোগী পণ্ডিত ছিল। বার্নিয়েরের বন্ধু আগা সুফি দর্শনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে সুফি দর্শন সম্পর্কে তিনি কিছু জেনেছিলেন। হিন্দুরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিল, ধর্মগ্রন্থ বেদ ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করে। তিনি হিন্দুদের চারবর্ণ বা জাতির কথা উল্লেখ করেছেন, হিন্দুরা গোরুকে পবিত্র বলে মনে করে এবং গোহত্যার বিরোধী ছিল। তারা মনে করে গোসম্পদ কমলে চাষবাস ব্যাহত হবে।

খ্রিস্টানদের মতো হিন্দুদের মধ্যে ত্রিত্বের ধারণা আছে (Trinity), ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং মহেশ্বর সংহার করেন। এরা তিনজনে একই ঈশ্বরের অংশ, হিন্দুদের মধ্যে একেশ্বরবাদের ধারণা আছে। আগ্রার জেসুইট পাদ্রি রোয়া তাঁকে হিন্দুদের অবতারবাদের কথা বলেছিলেন। অনাচার ও পাপ থেকে রক্ষার জন্য

Scanned with CamScanner

ভগবান যুগে যুগে পৃথিবীতে আসেন, ভগবান এরকম ন'বার পৃথিবীতে এসেছেন। হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি শূন্যবাদ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেননি। হিন্দুরা চিকিৎসাশাস্ত্র জানে, তাদের কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে, এগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব আছে। এরা রোগীকে না খেতে দিয়ে নিরাময়ের কথা ভাবে। মুসলমান হাকিমরা অভিসিয়েনা ও আভেরসের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। হাকিমরা রক্ত ঝরানোর ক্ষেত্রে হিন্দু বৈদ্যদের থেকে বেশি সাহসী। হিন্দুরা শারীরবিদ্যা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। হিন্দুদের ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব বার্নিয়ের লক্ষ করেছিলেন, পৃথিবীর আকৃতি কেমন তারা বলতে পারে না। হিন্দুরা সাতসমুদ্রের কথা বলে বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই। বেনারসের বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।[৪] তিনি এই পণ্ডিত ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে মূর্তি পূজা নিয়ে আলোচনা করেন। পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি সময়ের ধারণা (কাল) নিয়েও আলোচনা করেন, পণ্ডিতরা তাঁর সংশয় দূর করতে পারেননি। বেনারসের পণ্ডিতরা তাঁকে আত্মার অবিনশ্বরতার কথা বলেছিলেন, প্রলয়ের ধারণার ব্যাখ্যা শুনেছিলেন যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। ঈশ্বর একমাত্র সত্য, আর সব মায়া, স্বপ্ন বলে তাঁরা জানিয়েছিলেন, সব কিছুতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা তাঁরা বলেছিলেন।

বার্নিয়ের মোগল যুগের যে সমকালীন বর্ণনা রেখেছেন তার মধ্যে খুব বেশি ভুল নেই। তিনি মীরজুমলার হীরের বাণিজ্যের কথা বলেছেন যা অন্যান্য সূত্র থেকে সমর্থিত হয়েছে। বার্নিয়ের ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এককথায় অসাধারণ। দুপক্ষের প্রস্তুতি, শক্তি-সামর্থ্য, দরবারের কূটনীতি, শাহজাহানের পুত্রদের শক্তি ও দুর্বলতার কথা নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন, অতিরঞ্জন নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই। দিল্লিতে প্রচলিত কয়েকটি গুজবের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। উজির সাদুল্লাহ খাঁকে দারা বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিলেন বলে গুজব ছিল। আরাকানে সুজার ভাগ্য নিয়ে তিনি যে সংবাদ পেয়েছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন। শাহজাহানের সঙ্গে জাহানারার সম্পর্ক নিয়েও দিল্লিতে গুজব ছিল, তবে তিনি এসব বিশ্বাস করেননি। ঐতিহাসিকের সততা তিনি রক্ষা করেছেন, প্রমাণ ছাড়া কোনো ঘটনাকে তিনি সত্য বলে উল্লেখ করেননি। কোলবার্টকে লেখা চিঠিতে তিনি দিল্লীশ্বরের ধন-দৌলত, সৈন্যবাহিনী, দেশের আয়তন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দুস্থানে মধ্যবিত্ত নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। ঐতিহাসিকরা তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন, ভারতে মোগল যুগে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল বলে আধুনিক গবেষকরা জানিয়েছেন।

---

৪. ইতি সম্ভবত পণ্ডিত জগন্নাথ যিনি শাহজাহানের ওপর কবিতা লেখেন 'দিল্লিশ্বরোবা, জগদীশ্বরোবা'।

অভিজাতদের অত্যাচার সম্পর্কে বার্নিয়ের যা লিখেছেন তার সবটা আধুনিক ঐতিহাসিকরা গ্রহণ করেননি। বিশাল ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে পণ্য উৎপন্ন হত তার ওপর অভিজাতদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তবে জায়গিরদারদের উৎপীড়ন করে খাজনা আদায়ের কথা অন্যান্য সূত্র থেকে সমর্থিত হয়েছে। ভীমসেন ও কাফি খান অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা উল্লেখ করেছেন। মোগল যুগে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না এই তথ্য আধুনিক ঐতিহাসিকরা মানেননি। জমিতে জমিদার ও কৃষকের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বার্নিয়ের লিখেছেন যে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকার জন্য সংকট দেখা দিয়েছে। সংকট দেখা দিয়েছিল অন্য কারণে। তিনি অভিজাতদের বিলাসিতা এবং দরিদ্র মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তা মূলত সত্য।

বার্নিয়ের দিল্লি ও আগ্রা শহরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। বাজার, রাস্তা, জ্যোতিষী, বাড়িঘর, জলসরবরাহ, বাগান, সৌধ, বিশেষ করে তাজমহলের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তাজমহল তাঁকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। তবে ভারতের সঙ্গে ফ্রান্সের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি ফ্রান্সের উন্নততর অবস্থার কথা বলেছেন। ফ্রান্সের রাস্তাঘাট, শহর, জীবনযাত্রা, অনেক বেশি উন্নত বলে তাঁর মনে হয়েছে। দিল্লির নৃত্য ও সংগীতের কথা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। মোগল বাদশাহরা সংগীত ও নৃত্য ভালোবাসতেন। তার সময়ে ভারতে অনেক খ্রিস্টান পাদ্রি ছিলেন। বার্নিয়ের কাপুচিন ও জেসুইট পাদ্রিদের উদারতা, মানবতা ও সেবাধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। বার্নিয়ের জানিয়েছেন যে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হবে না। মুসলমানরা যিশুখ্রিস্টকে সম্মান করে। বার্নিয়ের ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। মোগলদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। মোগলদের বাহিনীতে ছিল পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও গোলন্দাজ বাহিনী। মোগলদের নৌবহরের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। বার্নিয়ের জোর দিয়ে বলেছেন পূর্বদেশের সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত জমির অধিকার নেই, সেজন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও নেই, সম্রাট সব ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র স্থাপন করেছেন। অভিজাততন্ত্র সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ওপর নির্ভরশীল। যাজকতন্ত্র সম্রাটের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেনি। হিন্দুস্তানের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতাদর্শ ও জীবনযাত্রার কথা বললেও তিনি তাদের মধ্যে সংঘাতের কথা বলেননি। ইউরোপের ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস তাঁর জানা ছিল। নিজের দেশ ফ্রান্সে দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব (ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট হিউজেনো) বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। বার্নিয়ের মোগল সাম্রাজ্যে দরিদ্র শ্রেণির ওপর অত্যাচারের কথা বলেছেন, ফ্রান্সে এই ধরনের সংঘাতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। অভিজাত, পার্লেমো ও সাধারণ

Scanned with CamScanner

মানুষ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, এর নাম হল ফ্রঁদে।

বার্নিয়ের মোগল সম্রাটদের স্বৈরাচারী কেন্দ্রীভূত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। মোগল সম্রাট শাসনের ক্ষেত্রে শরিয়ত অনুসরণ করেন। ফ্রান্সেও চতুর্দশ লুই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন, বিরোধী অভিজাততন্ত্র ও যাজকদের তিনি দমন করেন। এশীয় রাজাদের তিনি উৎপীড়ক, অত্যাচারী আখ্যা দিয়েছেন, সর্বাংশে তা সত্য নয়। আওরঙ্গজেবকে তিনি বলেছেন অত্যাচারী (tyrant), ক্ষমতালোভী, দয়ামায়াহীন ও কূটকৌশলী, আওরঙ্গজেব হলেন তাঁর কাছে মেকিয়াভেলির প্রিন্স। ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত, আধুনিক ও যুক্তিবাদী এই ধারণা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এশিয়ার উত্তরাধিকার আইন নেই, এজন্য সিংহাসন নিয়ে গৃহযুদ্ধ সেখানে অবশ্যম্ভাবী। বার্নিয়ের আকবর ও জাহাঙ্গিরকে উদার ও সহিষ্ণু বলেছেন, আওরঙ্গজেব গোঁড়া ও ধর্মান্ধ, এজন্য তিনি আওরঙ্গজেবের শিক্ষাকে দায়ী করেছেন। আওরঙ্গজেব সম্রাট হবার পর তাঁর শিক্ষক মুল্লা সালেকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তবে বার্নিয়ের জানিয়েছেন কৌশলগত ও অর্থনৈতিক কারণে আওরঙ্গজেব হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-আচরণ মেনে নেন, হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। অধ্যাপক আতহার আলি জানিয়েছেন যে আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল তাঁর রাজনৈতিক কৌশল। সম্রাট সাধারণের কাছ থেকে এত অর্থসংগ্রহ করেন যে হিন্দুস্তানে শিক্ষা, কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি হয়নি, কেন্দ্র থেকে স্বেচ্ছাচারিতা নিম্নস্তরে পৌঁছে যায়। প্রাদেশিক শাসক ও ইজারাদাররা ছিল অত্যাচারী। মোগল যুগে বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার তেমন উন্নতি হয়নি কিন্তু শিল্প ও চারুকলার যে উন্নতি হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বার্নিয়ের তাঁর সময়কার হিন্দু রাজাদের শাসনের প্রশংসা করেছেন। মোগল শাসনের অত্যাচারের শিকার কৃষক ও কারিগর এদের রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিত। মোগল রাষ্ট্র ও জমিদারদের দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থানের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আধুনিক গবেষকরা এধরনের বক্তব্যের সঙ্গে অনেকটা একমত হয়েছেন। ভারতে সেই সময় প্রায় একশো জন হিন্দুরাজা ছিলেন, এদের মধ্যে পাঁচ-ছজন ছিলেন অতি শক্তিশালী। অম্বররাজ জয়সিংহ ও মাড়োয়ার অধিপতি যশোবন্ত সিংহের কথা তিনি কয়েকবার উল্লেখ করেছেন, এদের কাজকর্মের পরিচয় দিয়েছেন; গৃহযুদ্ধে এদের ভূমিকার কথা বলেছেন। সিলভিয়া মার লিখেছেন যে বার্নিয়েরের উপস্থাপনা অনেকটা নাটকীয়। তিনি সব সময় এশিয়া ও ইউরোপের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। ইউরোপ উন্নত, যুক্তিবাদী, অনেক বেশি স্বাধীন, এশিয়া অনুন্নত যুক্তিহীন ও অজ্ঞ। অজ্ঞতার একটি বড়ো কারণ হল অশিক্ষা ও ধর্মীয় কুসংস্কার। বার্নিয়ের দরবার থেকে ভারতবর্ষের

জীবনচর্যা লক্ষ করেছেন, ভারতের বাণিজ্য ও বণিকদের কথা তাঁর লেখায় তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তাঁর কাছে যুক্তিবাদ হল সমাজ গঠনের মূলকথা। তাঁর শিক্ষকের কাছ থেকে যুক্তিবাদের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য তিনি লাভ করেছিলেন। যুক্তিবাদের প্রসারের জন্য আবশ্যক হল শিক্ষার। রাজা ও প্রজার স্বার্থ ভিন্ন নয়, অজ্ঞতার জন্য শাসক তা উপলব্ধি করতে পারে না। মোগল রাষ্ট্র হিংসার পথ ধরে দেশের সার্বিক স্বার্থ নষ্ট করেছে। জনগণের সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হল শাসকের প্রধান কর্তব্য। ফ্রান্সের ফ্রঁদে, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও মোগলদের গৃহযুদ্ধ বার্নিয়েরের চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীকালে ফরাসি পর্যটক কাউন্ট অব মোদাভ বার্নিয়েরকে 'পর্যটকদের যুবরাজ' (Prince of travellers) বলে উল্লেখ করেছেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই আখ্যা সংগতভাবে তিনি পেতে পারেন, সবকিছুকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছা ও মানসিকতা তাঁর ছিল।

Scanned with CamScanner